

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬০

হেমন্ত ১৩৬৭

প্রকাশক

সুনীল চৌধুরী

সৃজনী

মুদ্রক

খগেন্দ্রনাথ মাজী

সৃজনী প্রেস

৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কলেজ স্ট্রীট বিক্রয় কেন্দ্র :

সাহিত্যব্রতী

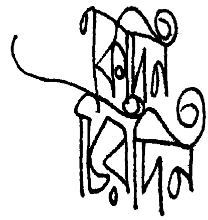
১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বাবা-মা

শ্রীযুক্ত মনোজমোহন রায়

শ্রীযুক্তা সবিতা রায়

শ্রীচরণকমলেষু



এই গ্রন্থে সংকলিত বেশির ভাগ কবিতা ইতিপূর্বে পূর্ব্বাশা, অগ্রণী, উচ্চারণ, উত্তরণ, কবিতা সাপ্তাহিকী, আধুনিক কবিতা, একক, দিগন্ত, কবিকণ্ঠ, মুর্শিদাবাদ দর্পণ, এষণা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা সাজানোর ব্যাপারে কোনো কালানুক্রমিকতা স্বীকার করা হয় নি।

ওইখানে

ওইখানে ঝুমকো লতার বনে, ফুল
প্রেমিকের মতো ; সবুজ চিকন বুকে
আশ্লেষে হয় না রত—শুধু তার করতল রাখে
সুনীল সংহত।

ওইখানে ঝুমকো লতার বনে
চিরদিন সমে ফেরে বিভাস পূরবী ;
ঝরে পড়া ফুল সব ফিরে আসে
ফুটে ওঠা নিতি নব ফুলে।

ওইখানে ঝুমকো লতার বনে—সন্ধ্যা আসে
পথিকের মতো ; যে-পথিক নদী তীরে
ফেলে আসে সোনার তরণী
সঞ্চিত শস্যের রেণু সঁপে দিয়ে ভ্রমরীর হাতে ॥

ছুটি

প্রভু কিছু ছুটি চাই, কিছু ছুটি বড় প্রয়োজন :
আহা আমি কতযুগ, টাপুর টুপুর জল যেন দেখিনিকো
দেখো আমি আকাঙ্ক্ষার পঞ্চদীপ জেলে
বেদনায় ঘন হয়ে আছি।

অনাবাদে কতযুগ পরে আহা, যেন বৃষ্টি আসে :
দোহাই তোমার প্রভু আকাঙ্ক্ষা-ফটিক-জলে
কিছুকাল অনাবাদী রোদ্দুর নিভুক ॥

অভীপ্সা

ওপথ এখনো আছে পল্লবিত বাহুর মতন
ওই যে 'তমালতালী বনরাজিনীলা'
এখনো ছড়ায় দেখো, নীলাঞ্জন মায়া
ক্রন্দসী এখনো ধরে থরো থরো অতনু আবেগ ;
সখী, তুমি আনো—
আনন্দনন্দিত ধারা নন্দনদীঘির।

জ্যোৎস্নার ফুলবনে ফোটে
আলোধারা স্বচ্ছতোয়া যুঁইফুল সুবাসের সুরে।
প্রকোষ্ঠে প্রকল্পগুলি, জ্বলে অগনন
কুলুঙ্গিতে ধূপের মতন ;
হৃদয়ে, চিন্ময়পুটে জারিত প্লাবন ;
সখী, তুমি আনো—
আনন্দনন্দিত ধারা নন্দন দীঘির।

বকুল পারুল শত গন্ধভরা বুকে
আনন্দনন্দিত ধারা, শঙ্খসাদা হাতে
ঘরে এসো, সখী
হৃদয়-সম্পুটে ক্রমে মঞ্জরিত হোক—
নীলপদ্ম আকাশের অমেয় মঞ্জরী ॥

তবুও সুদূর

বহুদূরে চিত্রার্পিত দিগ্বলয় রেখা
কবিতা তোমার। তাই পল-অনুপল
গলুইয়ে বসে স্রোতস্বল।…
অফুরান চলা
ক্রমে বয়ে যায় উদ্দাম শ্রাবণ বেলা—
শুধু তার গন্ধরেণু ফিরে ফিরে শিহর লাগায় ;
যেন দিব্যানুভূতির মতো
শ্রাবণ রাতের লিলি চুপিসাড়ে সৌরভ ছড়ায়।

ক্রন্দসীর বুকে মেঘ, বিদ্যুতের জ্বালা…
দিগ্বলয় জুড়ে
নিবিড় কুয়াশা আসে। ঘুরে
বেলা যায় সমুদ্র-অসুখে।
অতিদূরে আলোকিত আমলকী বন
বেলাভূমি নারিকেল বন
দূরে সরে যায়
তারি মাঝে পল-অনুপল
গলুইয়ে বসে স্রোতস্বল…
অমেয় যোজন দূর মঞ্জরিত দিগ্বলয় কবিতা তোমার ॥

প্রতর্ক

কি আর পেয়েছো মন, মননের গিরিপথ চষে
এষণার ব্যানাবনে শ্রমজল মুক্তা ছড়িয়ে !
বন্ধঘর , গ্রন্থপঞ্জী, চা-কফি-সিগ্রেট, নারীমেদ,
চুম্বনে, আশ্লেষে মগ্ন সঞ্চিত শরীরে ?
বহুদূরে প্রকৃতির চেতনার ভূমি—
ঈশ্বর প্রলাপ বকে মননের ঊষর অয়নে।

তার চেয়ে ভালো :
ধ্রুপদী-গন্ধর্ব-লয়ে নিখাদ পুরানো কোন স্বরে
প্রাণপুরে পদাবলী গাও।
নয়তো বা স্থফী ফকীরের মতো সহজিয়া হয়ে
ঝেড়ে ফেলো, মুছে ফেলো মননের শুষ্ক শুচিবায়ু
অসীম প্রেমের বনে অন্তরীণ হও।

অনেক ঘুরেছো মন অনীশ্বর সময়ের জটিল অয়নে
কি পেয়েছো বলো, সঞ্চয় হয়েছে কিছু—
কি পেয়েছো বলো, সঞ্চয় হয়েছে কিছু—
আসন পেয়েছো কোন মানুষীর মনে ?

অপ্রেম থেকে

নির্জন লজ্জার রঙে রঙিন হাওয়া
শেষ হবার আগেই এসো, তুমি আর আমি
আকাঙ্ক্ষার অনিরুদ্ধ স্রোতে বহমান হই
বেলা থাকতেই এসো, পোষা পশুদের
কোলে তুলে নিই ;
তারপর বাসনাবেদীতে বসি তুমি আর আমি।

অরুন্তুদ আকাঙ্ক্ষাগুচ্ছ ফিরে পাক
অনায়াস প্রবাহের ঝলক শরীর।
কিছু মোহে আর কিছু অঙ্গুরী সংরাগে…
প্রাণের দ্যোতনা যাকে ক্রমে এনে দেবে
মৌলে পৌছনোর এক স্রোতস্বল গতি।
তারপর ক্রমে বয়ে যাবে কিছুদিন কিছুরাত্রি
অনুরূপ অবর চুম্বনে…
আকাঙ্ক্ষা প্রেমার্ত হবে প্রাণজ উচ্ছ্বাসে…

অবশেষে সমস্ত যামের শেষে বালার্ক-আলোকে
আমরাই খুঁজে পাব শরীরের গিরিপথ খুঁড়ে
নীলআকাশ ব্যঞ্জিত করা
ব্যাপ্তসুধা হৃদয়ের নীলপদ্ম মণি ।।

আর্তি

আহা! যেন অদূরে কোথায়
দারুণ বসন্ত বয়ে যায়।
প্রভু, কিছু ফুল, আলো দিক
দুয়ারে আমার।
বড় আর্ত, তাই প্রেমার্ত
আলোর আশায়।

কতযুগ আলোক-বরষ
যেন আলোর প্রফুল্ল রূপ
অবসিত—অগস্ত্যযাত্রায়।
জন্মান্ধ দুঃখের মতো
শুধু অবিরত
কালো মেঘ জমে
হৃদয়ে আমার।
প্রভু, কিছু ফুল, আলো দিক
দোহাই তোমার।

ফলহীনতায়, অহরহ ডুবে আছি
ফলবান আমলকী বনে
অপলক চোখ শুধু মেলে।
মন সমে ফেরে
শুধু বার বার:
অদূরে কোথায়
যেন মূর্ছিত ফুলের দল
দারুণ বসন্তে ঝরে যায়॥

অগস্ত্যযাত্রার মতো

অগস্ত্যযাত্রার মতো ভালবাসা, তুমি কোথা আছো অন্তরীণ
তোমার অমল নামে······গোলকধাঁধায়
এ কোথায় পাঠালে আমায় ?

তোমার বুকের সেই বকুল-পারুল-রেণু ঘন চমকায়
জন্মান্ধ দুঃখের মতো ক্রমে অবিরত
কালোমেঘ জমে শুধু হায়···

নির্জিত-চৌচির বনে শৃগালেরা কীর্ত্তন শোনায়
আকাঙ্ক্ষা-ফটিক-জল অনাবাদী রোদ্দুরে শুকায়
অগস্ত্যযাত্রার মতো ভালবাসা, এ কোথায় পাঠালে আমায় ॥

একদিন চিরদিন

নির্জনফুলের গান চিরায়ু রভসে
নিলীন সৌগন্ধ আনে সমীরে সমীরে
তুমি সেই মলয়মথিত-মালা মৌলে নিয়ে জাগো
একদিন-চিরদিন সৌরভ শিশিরে।

যদিও কবন্ধ বায়ু অনাবাদী হতশ্বাস ছাড়ে
চেতনার কোষে কোষে নিয়তই সাইরেন বাজে…
তবুও জ্যোৎস্না আসে আলোবীথি আমলকী বনে
শুভ্রতনু মেঘমালা থরে থরে সাজায় সোপান।
আকাশ ঘনালে মেঘে চতুর শৃগাল ঘোরে সুনির্জন বনে
স্নায়ুর লড়াই জমে ভুবনডাঙার নীল মাঠে
তবুও জ্যোৎস্না আসে আম্রকুঞ্জে, সপ্তপর্ণী মূলে
গগন শোনায় গাথা গুরু গুরু গন্ধর্বগমকে;

তুমি সেই গগনমথিত গাথা মৌ'ল নিয়ে জাগো—
সমীরিত সুসিত সকালে কান পাতো…
চিরায়ত বীটোফেন ফিরে ফিরে শোনাবে সংহতি।…

স্বপ্ন নয়, স্মৃতি নয়, সত্তায় বহতা এক চিরায়ু শিহর
মানব-মলয় মরু স্বস্থ হলে গন্ধরাজ কেতন ওড়ায়॥

ভালবাসার প্রতি

তোমার অম্লান স্মৃতি, বহুকোন হীরকের সমাহার দ্যুতি
অমিত বিহ্বল। তুমি ফিরে ফিরে আসো, খেলা করো,
অতনু আবেগে তাই প্রকম্পিত ক্রন্দসীর তনু
সরোবরে জমে তাই অমল মধুর এক সুরময় জলকেলি
বাগানে বাতাসে রঙ্গন মল্লিকা, পথ বেঁধে দেয় বেলী
অমর আকাংখা জমে আদিগন্ত অন্তহীন মনে।

তুমি ফিরে ফিরে আসো, খেলা করো, বেজে ওঠো
ফিন্‌কি দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ো স্নায়ুতে শোনিতে
রক্ত তাই পরিশুদ্ধ পরিণত, আলোয় আঁধারে তাই
জমে এক নিরাকার বিহ্বল বিস্ময়।

নীলাক্ষী নির্জন নীলে নিয়ত নিলীন
তোমার আঁখির শুধু অসীম বিস্তার।
জীবন জমিতে জ্বালা, ঘর্ষণ, স্পন্দন
আচ্ছন্ন আকীর্ণ মন মগ্ন বেলাভূমি
বনে বনে পাতায় শিকড়ে তোমার অমল সঞ্চালন ;
আকাশ সমুদ্র মাটি সতত সচ্ছল।

তুমি বারে বারে সমে ফেরো, তাই নবজন্ম
জন্মান্তর—শিহর চমক
চুম্বনে আশ্লেষে শত বেদনা আনন্দ শোক
চিরদিন রক্তে রক্তে, প্রহরে প্রহরে ঘটে
বিস্ফারিত বিপন্ন বিস্ময়।

আবার বিস্ময় শেষে অস্তমেঘে পদ্মরাগ ম্লান হয়ে আসে
শিথিল পালক ওড়ে ছিন্নভিন্ন পথের ধূলায়···
সব জ্বালা আনন্দ শিহর—জীবনের সঞ্চয় বঞ্চনা
নিমেষে সমাধা হয়—নিয়ে আসে
নিঃসঙ্গ নিশ্চিহ্ন শূন্য—অমিয় নির্বাণ ॥

বৃত্ত : কেন্দ্র : ব্যূহভেদ

বৃত্ত

তোতাপাখি ; চারকোনা সামিয়ানা—শৃগালের অশুচি ছোঁয়ায়
রৌদ্রের কোরকাবলী হারায় স্তনিত সাজ—মেঘে নিভে যায় ;
নিরেট পটের বিবি, আকাট সুন্দর ঘর—খেউড় উঠোন—
চোখের মণির মতো নীল আলো তবু জ্বলে স্বপ্নের মতোন।

কেন্দ্র

কে তুমি দুয়ারে আছো যার হাতে হাত রাখা যায় ··
সারি সারি মূর্ছিত ফুলের শব দারুণ বসন্তে ঝরে যায়।

ব্যূহভেদ

সহসা সকাল বেলা জমে ওঠা ধূলিঝড়ে, জারিত প্লাবন
শিলাপাত—বৃষ্টিহীন বাতাসের দহন, নিঃস্বন
সাবেকী সজিবনে জ্বলে দাবানল—
ক্ষণকাল প্রজননে পুষ্পোচ্ছল শৃঙ্খল মোচন ॥

রক্তবিন্দু

(ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে নিবেদিত)

বিন্দুগুলি সুষম শিশিরে এক অলৌকিক দৃশ্যাবলী রচে
সমস্ত নিসর্গ জুড়ে থরে থরে সাজায় শিহর
নির্জন ফুলের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় আনে
কিন্নরকণ্ঠের কলি···পুষ্পোচ্ছল কোমল গান্ধার।

চকিতেই দৃশ্যান্তর : দৃশ্যাবলী দূরে সরে যায়
ধরণীতে অন্ধকার : গার্হস্থ্যচৈত্যের দ্বারে
ফুঁসে ওঠে আদিম-শঙ্খিনী···
নির্জিত চৌচির বনে ঝরে পড়ে সারিসারি কুসুমের শর
রৌদ্রের কোরকাবলী হারিয়ে উল্কির সাজ,
নির্বিকার—মেঘে নিয়ে যায়।

তবু সেই বিন্দুগুলি আকুল প্রয়াণে
আদিম উর্মির মতো মর্মরিত নিলীন প্লাবনে
বনস্পতি শীর্ষে জ্বালে ঔষধী মঞ্জরী—

বিন্দুগুলি উচ্চৈঃশ্রবা—ফিরে ফিরে উচ্চকিত চিরায়ু মর্ম্মরে॥

হাজার বছরের মতো

বিবিধ প্রসঙ্গ থাক। সাতাশ বছর বয়সী আকাশে
শুধু কি স্বপ্নেই দীর্ঘ হয়েছি? আর স্বপ্নের বাগানে বাতাসে
সবুজ প্রাণের গর্বে কোমল পা ফেলে ঘাসে ঘাসে
শুধুই কি শিশির ঝরিয়েছো? শিশিরে শরীরে
মিশে কোনো কান্না কাঁদেনি কি বুক চিরে
ভরা ঢেউ ভরাবেগ বিংশতি জলধি তীরে?
আকিঞ্চন ক্রন্দনে নীল সূর্য ডুবে গেলে
বিরহিনী ক্রন্দসী বলে ঘোমটা খুলে ফেলে
হাজার হাজার বছরের মতো আমি আসি, তুমিও কি এলে?

চিরায়ত

সজ্‌নে ফুলের হাওয়া জাফরিকাটা ছায়া,
একটি ডুমুর গাছ, হরিতলা—উঠোনের কোণে
গুটিকয় নিতুলী নয়নতারা ; ছা'য়ের গাদার পাশে অমলিন
মানগাছ রাশি—
বেনে-বৌ শালিখ-কাক ফিরে ফিরে ডাকে।

তারি মাঝে দৃশ্যান্তর : চৈত্রের পবনবন ছায়ে
অমরু-শতক ওড়ে ছিন্ন ভিন্ন পথের ধূলায়
চৌকোনা দেয়ালে কাঁপে—চিত্রার্পিত বিস্মিত বিভুঁই।

চকিতে কোরকাবলী অনুভবে স্ফুলিঙ্গ ভুষার
যুথবদ্ধ বনরাজি দাবানলে, নির্জিত চৌচির।
তবুও অদূরে বনে, কৃষ্ণচূড়া—চিবায়ু কিশোরী
অভিসার অভিলাষে উত্তরীয়, শীর্ষে নিয়ে জাগে—
রাতুল সংরাগ রেণু ওষ্ঠ পুটাধরে ;
নবীন দুর্বার দলে কোন কোন সুসিত সকাল
হীরক খণ্ডের দ্যুতি মৌলে নিয়ে জ্বলে ॥

এক কবির গল্প

সে এক আশ্চর্য কবি। যখন সে কবিতা লেখে :
তখন সে পাশাপাশি আনন্দ আর যন্ত্রণাকে
মানুষ এবং পশুকে অথবা ফুল এবং সাপকে নিয়ে
যুগপৎ একান্নবর্তী সুরে চৈতন্যের তারে একতারা বাজায়।

বেতারযন্ত্রের চেয়েও বেশী স্পর্শকাতর
তার পঞ্চইন্দ্রিয়, তার হৃদপিণ্ড।

অরণ্যের আলোকিত অন্ধকারে যখন ঝড় ওঠে
যখন ক্ষ্যাপা হাওয়ার পাতালস্পর্শী গর্জনে, একসঙ্গে
ফুল পাখী আর সাপ-খোপেরা অথবা বিছুটিলতা আর শ্যামাঘাসেরা
এ ওর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাচতে নামে
তখন সেই অমিয়গরলের মিলিত নৃত্যে
তার হৃদ্‌পিণ্ড সিসৃক্ষার এক বহমান ঝর্ণা হয়ে ওঠে ;
যেন এক অনিরুদ্ধ নদী মুক্তি পেয়ে হেসে ওঠে কলকণ্ঠে।

অথচ কী আশ্চর্য ! সেই কবিই আবার
জাগতিক অসুখে ভুগে তার কবিতাকে ভোলে ;
সন্তান অথবা স্ত্রীর অসুখে আঙ্গুরগুচ্ছের মতো স্নেহ ঘন হয়।
আবার পান থেকে চুন খসলেই
আমারই মতো ক্রোধে ফেটে পড়ে ;
পুরানো বাসি রসিকতায়
মেয়েদের মতো ঝির ঝির করে হেসে ফেলে॥

সারারাত্রি বেলা

ইন্দ্রিয়প্রবণ এক প্রেমের রাখাল
নিশীথ পাখির মতো সারা রাত্রিবেলা
চিত্রিত পলাশ বনে তালঝিরি মতিঝিরি
বনরাজিনীলে—অন্ধকারে জ্যোৎস্নায়
নিয়ে আসে অমল জোয়ার।

ইচ্ছা তার তীব্রবেগে ছুটে যায়
পুঞ্জে পুঞ্জে জমে ওঠা সদ্যফোটা
মহুয়ার বনে ; শিল্পিত অশোক বনে
নন্দিত ঝর্ণায়।

সৌখিন বজ্‌রার মতো মন্দ মন্দ লয়ে
কিছু দূরে সখা তার অন্ধকারে গন্ধরাজ
কি দারুণ সৌগন্ধ হানে চিকন হাওয়ায়।
চকিত হরিণ যেন থম্‌কে গিয়ে ফের
তীর বেগে ছুটে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়…
স্বপ্নের হাঁসের মতো ঘন শিহরণে
উড়ে যায় চন্দ্রলোকে
স্তনিত কুঁড়ির বুকে দুহাতে ছড়িয়ে শুধু
প্রেমের পালক…

তারপর জ্যোৎস্নায় শুরু হয় নিপুণ নিটোল এক
আকাশ চারণ…

অবশেষে ইচ্ছা তার উছ্‌লে পড়ে
চন্দ্রলোক থেকে
নন্দনীয় বনরাজিনীলে···

ভোর হলে—
স্নিগ্ধস্নাত বনরাজি
ভরে ওঠে কবিতার ফুলে ॥

শরতে

কত সহজেই পাখিগুলি ওড়ে
বনরাজি নীলে পাতায় শিকড়ে
তৃষ্ণার জল বৃষ্টির রেণু ঝরে
রক্তের মতো
ঘন লাল নীল
ফুলগুলি স্বভাবত,
মুখগুলি সব আলোর মতই
ফিরে ফিরে স্বপ্নিল।

ঝুমকো লতার চিকন পাতায়
প্রজাপতি ওড়ে, রোদ চুমু খায়
হাওয়ায় দোলে যে কাশের মঞ্জরী।
প্রতিযোগিতায় পাখিগুলি সব
নদীর মতই
সম প্রেমে গানে, নীল।

আকাশে আকাশে পদ্মপাতায়
জল টল মল ইচ্ছার মতো
সমীরে সমীরে স্বপ্নরা সাবলীল ।।

স্বপ্ন

ঝুমকো লতার চিকন পাতায়
ফুল ফুটেছিল, নীল
উধাও স্বপ্নে
হঠাৎ হাওয়ায়
মেয়ে এক তার
চোখ মেলে দিলে
উড়ে গেল ফুল, আকাশেই হল লীন ॥

ইয়েট্‌স্‌ থেকে

কৈশোরকালে অমলকাননে শিলাতট বনপুরে
সেই প্রিয়জন বল্‌তো আমায় সুনিবিড় মৃদু স্বরে
ভালবাসা জেনো, 'স্বপ্নলিলির সুনিপুণ জাগরণ'
তখন চপল কিশোর বয়স হয়নি অনুরণন।

সে জন শোনাতো জীবন ছড়ানো নবদূর্বার ঘাসে
কমনীয় তনু মেদুর মধুর সুস্মিত বনের কাশে
তখন চপল কিশোর বয়স হয়নি সে অনুভব
আজ চেতনায় চোখের জলের নির্জন কলরব ॥

খুশির নোলক

মুখ ফেরা বৌ, দোহাই আমার, রাগ তুলে রাখ,
চেয়ে দেখ তুই, হাতের পাতায়, ফুলের নোলক
আলোয় জ্বলছে ; চোখ তুলে দেখ
লাল পলাশের অমল নোলক, হাসছে কেমন।
দোহাই আমার, সুখ নামে সেই শুকপাখিটার
গুণ করা গানে, প্রাণটাকে তোর পুড়ে খাক করে
বুড়িয়ে কি হবে ? তার চেয়ে চল
খুশির মেলায় ফেরি করে ফিরি, এ-মন ও-মন ;
প্রাণপুরে গিলি জ্যোৎস্নার মদ, সবুজ শস্য
আশার।

তাহলে দেখবি বুড়ো জুয়াচোর
রঙ চঙ মেখে পুরো সঙ সেজে
বোকার মতই ফ্যাল ফ্যাল করে
যাবে তোর দিকে ; ভুলে যাবে তার তুক মন্তর।
অথচ সহজে ফুলের নোলকে
তুই বৌ সেই খুশির মোটরে পৌঁছে যাবি যে
শহরে ॥

বৌয়ের প্রতি পুরুষ প্রেমিক

শোন বৌ শোন,দোহাই লো তোর
ঘর নিকিয়েই বেলাটুকু তোর
খোয়াস নে আর।

দোহাই লো সখী, সজনে ফুলেই
ফাগুনকে তোর বেঁধে রাখিস নে।
একবার তুই, বাঁধ ভাঙ্গা সুরে
অঢেল আশার ইচ্ছার গানে ইচ্ছাটাকেই
গুণে গেঁথে নে।

দোহাই লো তোর, থুত্থুরী বুড়ী
সময়ের ঘরে ঘরণীর মতো
কম্বল মুড়ে, সখী তুই আর
বুড়ী হোস নে কো।

কেননা রে বৌ, ঘর নিকোনোই
জীবন নয় লো!
আর ওই তোর সজনে ফুলেই
ফাগুনটা সখী বাঁধা পড়ে নেই॥

আবহবার্তা

দূর নির্জনে আলোকরেখা
অদূরে মিলায় স্বচ্ছতোয়া
ধেয়ে আসে ঝড়
ঘনায় ধোঁয়া
অতঃপর…
সভয়ে শিহরি
তোমাকেই স্মরি
নিরন্তর…
তোমারো হৃদয়ে
নিবিড় কুয়াশা
তাই মুখপটে
সহজিয়া ভাষা
ফোটে না…
বাহিরে ভিতরে ছদ্মলীলায়
জালিকের খেলা
আঁধারে মিলায়
তবুও কোথাও
আলোকের মুখ
ফোটে না…

ওই সহজ মেয়ে

ওই কাঠ-মল্লিকার মত সাদা
নিতান্তই সহজ সে মেয়ে
আটপৌরে শাড়ির ঋজু আঁচল দিয়ে
কত সহজে—
ফুটিফাটা মাটির ধূসর অন্তরে,
ফিরিয়ে আনে সোঁদাগন্ধ বৃষ্টিমুখর সুরে।

কাঠ মল্লিকার বিলোল স্বপ্নকে
কত সহজেই রূপ দিয়েছে ওই মেয়ে।
জীবনের কুয়াশায় যখন আমি
হারিয়ে ফেলেছি খেই—
দুরাশার শতধা সন্তাপে,
ওই শান্ত ঋজু মেয়ে
বাতাবীলেবু জামরুলের, কোমল গন্ধমাখা শরীরে
অনায়াসে—
আমাকে নিয়ে গেছে, আরামের মসৃণ বাতাসে।

আবার হৃদয়ের অচেতন সুপ্ত রাত্রিকালে
ওই মেয়েই
তুলসীবেদীর মাটির দেউটি নিয়ে হাতে
ঘোমটা টানা নরম আলো জ্বেলে
আমাকে পৌঁছে দিয়েছে
শিশিরসবুজ ভোরে
শান্তির কোমল গান্ধারে॥

বয়ঃসন্ধি

সঙ্কিত স্বপ্নিল মোহে দুচোখ অপাঙ্গে বিদ্ধ
নীলাক্ষী নির্জন নীলে আচ্ছন্ন আকীর্ণ মন···
মগ্ন বেলাভূমি···ভরে যায় কুয়াশায়।
আলোবীথি আমলকী বনে মঙ্গলাচরণে চাঁদ
মেঘে মেঘে স্নিগ্ধ হেঁটে যায়···
বনে বনে পাতায় শিকড়ে জমে
বিন্দু বিন্দু জল
চিত্রিত আঁধারে সমুজ্জ্বল
দিবসী যামিনী, চকিত শিহরে টলমল।

জ্যোৎস্নায় বনপথে তবু, নির্জন সাপের মতো
শুয়ে থাকে পথে, নিজিত চৌচির কিছু ভয়···
যেন দূরে অস্তমেঘে পদ্মরাগ
গভীরে নিঃস্বন···
সানু শিলাতটে ঘর্ষন চুম্বন, জ্বালা
ব্যাথিত বিলোল···
কোষে কোষে স্নায়ুতে শোনিতে তোলে রোল
তুমুল জোয়ার···কলরোল।

অথচ কাননে ফুলে বিস্মিত বিহ্বল সৌরলোকে
নিরাকার—
আকাশপ্রমাণ অন্ধকার।
কারা যেন কানে কানে কেঁদে যায়
অদূরে কোথায় মূর্ছিত ফুলের দল
দারুণ বসন্তে ঝরে যায়॥

শুকসারি

এই জ্যোৎস্নার নিরীক্ষণে
যেন আসে ঝেঁপে
বুকের মাঝে চলাৎ শঙ্ক
চেতনা পুলিন ব্যেপে।
মেদুর মধুর স্মৃতির নূপুর
টাপুর টুপুর ঝরে।

তোমার কাঁখে আছে কি নারী
নন্দনীয় বারি ?···

তবে এসো, হৃদয়পুরে ফিরি
তুমি-আমি তমালবনের
দ্বৈত শুকসারী ॥

দিনরাত্রি

হাওয়ায় হাওয়ায় সুরময় জলকেলী
কলি সমারোহে সুরভিশিশিরে স্নান সারে যে চামেলী
সেইখানে আমি দুরু দুরু বুকে যাই আসি ফিরি
ঝুমকো লতায় মালা গাঁথি ছিঁড়ি
ফিরতে পারি না, পথ বেঁধে দেয় বেলী।

দিনগুলি তবু, রাত্রিগুলিও বেদনার কথাকলি
দিবসরজনী আমূল আঁধারে চলি
চূর্ণ শিখরে কাঁপে প্রচ্ছায়া, মায়া
বিপ্রলব্ধ পাতায় শিকড়ে, ছায়া।

নদীতটভূমে থরো থরো কাঁপে অবিরল জলরেখা
সুরভি শিশিরে দ্বাদশ দেউল ঘন বেদনায় একা॥

সেই নীল পাখি

যদি সেই নীল মন-কেমন-করা পাখি
একটিবার গান গেয়ে উঠতো—
সেই স্বপনপুরের অমেয় নূপুর পায়ে।
আহা, যদি সেই নীল মন-কেমন-করা পাখি
একটিবার হৃদয়পুরে টাপুর-টুপুর
বৃষ্টি নামাতে পারতো!
তবে এই জীবনের নিরালোকে, অপার শূন্যে
অন্তত: একটি শূন্য হয়তো বা ভরে উঠতো।
আহা, যদি সে গান গাইতো!

কিন্তু সে পাখি এখন মাটির গভীরে, স্মৃতি।

কৈশোরের স্বপ্নিল প্রণয় যেমন
যৌবনের রক্তাক্ত আত্মায়, আর ফেরে না···
তেমনি সে পাখি আর ফিরবে না
সে ফিরবে না···
শুধু অলিন্দের একদা আলোকিত অংশটা জ্বলবে·
নারিকেল বন থেকে চাঁদের আলো পড়ে জ্বলবে··

আর আমি নিরালোকে, স্মৃতিচারণে···
অথবা বৃষ্টিহীন বাতাসের দারুণ গর্জনে···
দীর্ঘ থেকে ক্রমাগত দীর্ঘতর হব॥

সেই কবি

(জীবনানন্দ দাশকে নিবেদিত)

এসো তুমি আর আমি সখী, ঘুম-পলাতক পাখি
কাক-জ্যোৎস্নার অমেয় আলোয় হারিয়ে যাই।

সমস্ত পৃথিবী দেখো, অঘ্রাণের রাত্রির দুপুরে
ঘুমিয়েছে অচেতন মসৃণ আরামে।
আজ সারারাত হেমন্তের মাঠ, শিশিরের রূপে আর রঙে
দেখো সে কবির কবিতার মতো—চিত্রকল্পময়।

চেয়ে দেখো ধানসিঁড়ি নদীর নিশ্বাসে
হিম হয়ে গেছে—
বাঁশপাতা মরাঘাস আকাশের তারা···
বরফের মতো চাঁদ ঢেলেছে ফোয়ারা।

এসো আজ, চোখ ভরে পান করি
আজ এই, হিম আর হেমন্তের রাতে—
সেই সব ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি ;
যেমন করে ঐ মেঠো চাঁদ মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিল অঘ্রাণের রাতে—
ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে—সেই কবি।

তবে চেতনার গভীর প্রদেশে সখী, টের পাবে
সে কবির দুটো চোখে ছিল নাকো এ ঘুমের মৃদুতম রেশ ॥

আমার ঈশ্বর

রবীন্দ্রনাথ : তুমি একটি প্রতীক—
তুমি প্রতীক, মর্ত্য-অমর্ত্যের যে কোন মহান উপকরণের।
হিমালয়, সমুদ্র, গন্ধর্ব-নন্দনেরা হার মেনেছে
এবং সম্ভবতঃ ঈশ্বরও ;
কেননা, মানবাত্মার ক্রন্দনরোলে
তুমি করুণাঘন বুদ্ধ, রচনা করো মানব সংহিতা
ঐশ্বর্য্যে যা বৈদিক ঋষিদের সম্মিলিত সাধনার ফল ;
অথচ তোমার গণ্ডী সাধু-সন্তদের উপলব্ধিতে নয় কুক্ষীগত।

নিজেকে তুমি মাটির বাঁধনে বাঁধো
পূজা করো মানুষের আনন্দ-হাসি যন্ত্রণা-শরীর ;
আবার, কথা-গান-শিল্প দিয়ে
সকলের সাথে একাসনে লীন হয়ে
সবারে করো তুমি আনন্দের একান্নবর্তী।

তোমার সৃষ্টির পথ
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ করে, শোনায় অমিয়বার্তা
জীবনের মরণের প্রাত্যহিক ঝড়ে…
অথচ তা ঈশ্বরের মতো আকীর্ণও নয় বিচিত্র ছলনাজালে ;
ঈশ্বরের অধিক তুমি অকপট-প্রস্ফুট।

মানুষেরা, প্রকৃতিরা আশ্চর্য সুন্দর :
কেননা, পদ্মবনের ঝড়, শেফালিকুঞ্জের রঞ্জিত বীথিপথ
অথবা সুসিত কাশের অখণ্ড অনুপ্রাস

চামর ঢুলিয়ে তোমাকেই নন্দিত করে ;
তোমাকে নন্দিত করে চৈত্রের শালবন, মেঘের মাদল।

মানুষেরা সুন্দর, কেননা, তাদের সুকুমার মন
তোমারই আঙ্গিনায় ভ্রমরের মতো ঘুরে ঘুরে গান করে ;
তাঁদের আনন্দ-হাসিতে তারা
তোমার আনন্দ-তাসি বয়ে বেড়ায়।

তাই রবীন্দ্রনাথ :
ঈশ্বর দর্শনে আমার অনীহা জন্মেছে
কেননা, আমি তোমাকে দর্শন করেছি ॥